কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Central Bank

ইউনিট ১৩

ভূমিকা

প্রতিটি দেশে বাধ্যতামূলকভাবে একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে মুদ্রা বাজার এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে এসকল কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। এটিকে সরকারের ব্যাংক বলে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্য ছাড়া অর্থ ও মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম।

সৃষ্টির পর থেকেই মুদ্রা প্রচলন, অর্থ সরবরাহ এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক পালন করে আসছে।

এই ইউনিটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও এর নানা কার্যাবলী জানতে পারবেন। তাহলে এবার আসুন বিষয়গুলো নিচের পাঠগুলো থেকে বিষয়গুলো জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৩.১ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা ও উদ্দেশ্য
পাঠ-১৩.২ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
পাঠ-১৩.৩ : অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবদান
পাঠ-১৩.৪ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পর্ক

মূখ্য শব্দ	কেন্দ্রীয় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ব্যাংক।

পাঠ-১৩.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা

মানব দেহের রক্ত সঞ্চালন যেমন ধমনি ও শিরা-উপশিরার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আর এটি নিয়ন্ত্রণ করে হৃদপিণ্ড যাকে রক্তের পাম্প হাউস হিসেবে গণ্য করা হয়। এক কথায় দেশের পাম্প হাউজ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যেকোন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় ব্যাংককের মাধ্যমে ব্যাংকিং ও মূদ্রা বাজার গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের সার্বিক প্রয়োজনে নোট ইস্যু, ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও মূদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ, দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার নেতৃত্বদান, সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সার্বিক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংক' বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এবার আসুন আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে কতিপয় লেখকের মতামত জেনে নিই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রখ্যাত ব্যাংক বিশেষজ্ঞ এর ক'টি সংজ্ঞা নিম্নে উলেখ করা হলো ঃ

অধ্যাপক আর. সি কেন্ট এর মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনকল্যাণের প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের প্রচলিত অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়োজিত থাকে।

অধ্যাপক এম. এইচ. ডী কক এর মতে, যে ব্যাংককের নোট ইস্যুর ক্ষেত্রে একক বা আংশিক একচেটিয়া অধিকার রয়েছে, সেটাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তিনি আরো বলেন, এ ব্যাংক মুনাফার প্রতি দিকে না দিয়ে জনসাধারণের স্বার্থে এবং দেশের সমৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালায়।

কলিনের সংজ্ঞাটি আরো ব্যাপক। তাহলে আসুন, যেটি জেনে নিই।

পি.এইচ. কলিন এর মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রধান ব্যাংক, যা দেশের সার্বিক আর্থিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার নির্ধারণ করে, নোট ইস্যু করে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যাবলী খবরদারী করে এবং বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্যদিকে ড. সেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উপমায় ভরে দিয়েছেন। যেমন,

ড. এস, এন, সেনের মতে 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে ব্যাংকিং সমাজের নেতা, রাজা ও সূর্য সবকিছু। নেতার মতো ব্যাংকিং রাজত্ব শাসন করে এবং সূর্যের মতো (অর্থ ও মুদ্রাবাজারে) জগতে আলো ও শক্তি জোগায়।'

উপরের আলোচনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা পেয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। এবার আসুন এগুলোর ভিত্তিতে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলি।

মোট কথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান সরকারি ব্যাংক। এটি দেশের মূদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মূদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারের আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করে। এর মুল উদ্দেশ্য হলো সার্বিক জনকল্যাণ। এটি

নোট ইস্যু করে বিধায় বাংলাদেশের টাকার গায়ে ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সাহেবের স্বাক্ষর থাকে। তবে ২ টাকার নোটের গায়ে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে। কারণ এটি সরকারের মুদ্রা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য

পূর্বেই বলেছি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের প্রধান ব্যাংক। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্যকে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

১. জনকল্যাণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

২. মুদ্রা প্রচলন: চাহিদার আলোকে লেনদেনের বিনিময়ের জন্য ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোট প্রচলন করার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

৩. ঋণ নিয়ন্ত্রণ: ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক যে ঋণ দেয় তা নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৪. মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা: অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফিতি অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর তাই মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫. অর্থ বাজার : দেশের তারল্য বজায় রাখার জন্য একটি শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাপূর্ণ অর্থ বাজার গড়ে তোলা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

৬. ব্যাংক ব্যবস্থা সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠনের অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাংকিং ব্যাবস্থা গঠন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

৭. সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করা: একটি সরকারের তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন নিস্পত্তি করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

৮. ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকার হিসেবে হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৯. নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন নিস্পত্তির লক্ষ্যে নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করে।

১০. মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ: বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

১১. বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ: এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যালেন্স অব পেমেন্ট পরিস্থিতি দেশের অনুকূলে আনার চেষ্টা করে।

১২. বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ যোগাযোগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

১৩. সরকারকে উপদেশ প্রদান: সরকারের বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক এবং প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিদর্শন কর এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে কী বুঝায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য গুলো কী কী তা পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের একক ব্যাংক হিসাবে দেশের জন্য মুদ্রা প্রচলন করে, ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে সরকারের আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করে।

জনকল্যাণ, মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা, অর্থ ও মূলধন বাজার গঠন ও পরিচালনা, ব্যাংক ব্যবস্থা সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন, মুদ্রার বিনিময় হার এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। কোন ব্যাংক দেশের মুদ্রা ও অর্থ বাজারের নিয়ন্ত্রণ করে?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক　　খ. উন্নয়ন ব্যাংক

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক　　ঘ. বৈদেশিক ব্যাংক

২। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী?

ক. মুনাফা অর্জন　　খ. লভ্যাংশ বন্টন

গ. জনগণের কল্যাণ　　ঘ. সরকারের কল্যাণ

৩। বৈদেশিক বাণিজ্য বিকাশে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কী করতে হয়?

ক. বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ　　খ. বৈদেশিক মুদ্রা বিতরণ

গ. বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ　　ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন।

৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কি প্রদান করে?

ক. উপদেশ ও পরামর্শ　　খ. আদেশ-নির্দেশ

গ. অর্থের যোগান　　ঘ. কোনটিই নয়।

৫। নিচের কোন ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়?

ক. সোনালী ব্যাংককে　　খ. অগ্রণী ব্যাংককে

গ. জনতা ব্যাংককে　　ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক

পাঠ-১৩.২ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি বলতে পারবেন;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ সরকারের জন্য যে কার্যাবলী পালন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য যে কার্যাবলী পালন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

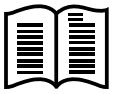

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ বাজারের সংগঠক, অভিভাবক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তাই এর কার্যাবলীর প্রকৃতি আলাদা কার্যাবলীর বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

ক) সাধারণ কার্যাবলী ঃ

১. মুদ্রা প্রচলন: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রা তৈরি, মুদ্রণ ও সরবরাহ করা।

২. মুদ্রার মুল্যমান সংরক্ষণ: বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার সংরক্ষণ করে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

৩. মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শক্তিশালী মুদ্রা বাজার গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ: ঋণের পরিমাণ বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ সৃষ্টির কার্যক্রম ও ক্ষমতা বিভিন্ন কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৫. রিজার্ভ সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার মান ও বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করে সংরক্ষিত তহবিলের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অভন্তরীণ প্রয়োজনের আলোকে বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ও নিগর্মনের নিয়ন্ত্রণ করে।

খ) সরকারের ব্যাংকার :

পৃথিবীর সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার, প্রতিনিধি এবং উপদেষ্টা হিসেবে কার্য সম্পন্ন করে থাকে। আসুন এগুলো নিয়ে আলোচনা করি :

১. সরকারের তহবিল সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে সরকারের তহবিল এবং সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করে।

২. আর্থিক লেনদেন সম্পাদন: সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে-বিদেশে সকল আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে। এভাবেই সরকারি প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ নিস্পত্তি হয়।

৩. অর্থ গ্রহণ ও স্থানান্তর: সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল খাতের সরকারের পাওনা ও রাজস্ব সংগ্রহ ও খাতভিত্তিক সংরক্ষণ এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তা স্থানান্তর করে থাকে।

৪. সরকারের ঋণদাতা : সরকারের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ঋণদান করে।

৫. সরকারের হিসাব সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে।

৬. আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক: সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশ্বের অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থা যেমন- আই এম এফ,-এর সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখে।

৭. বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় এবং বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক, প্রতিনিধি এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ, চুক্তিসম্পাদন ও লেনদেন সম্পাদন করে থাকে। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও কর্মকান্ডে সরকারকে পরামর্শ দেয়।

৯. সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের রাজস্ব নীতির সাথে সমন্বয় করে আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করে বাণিজ্যিক।

গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী:

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। আসুন আলোচনা সেগুলো করি:

১. ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলোর শাখা বিস্তার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উলেখ্য যে, নতুন কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি প্রয়োজন হয়। এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং নতুন শাখা খোলা বা বন্ধ করাও যায় না। মোট কথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

২. ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যখন বিকল্প কোন উৎস থেকেই ঋণ পায় না তখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

৩. ঋণ তদারক: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কিরূপে ঋণমঞ্জুর করছে তা তদারকী কার্যক্রমও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

৪. বিধিবদ্ধ তহবিল সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকের আমানতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে 'রিজার্ভ' তহবিল' হিসেবে সংরক্ষণ করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই হার বাড়িয়ে দেয় এবং প্রয়োজন কমিয়ে দেয়।

৫. নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন ও দেনা-পাওনার নিস্পত্তি মাধ্যমে হয়। এ পদ্ধতির হিসাব নিকাশ ঘর।

৬. হিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকে খাতাপত্র ও হিসাবপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি স্থির করে দেয়। অপর দিকে গৃহীত সকল নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর মেনে চলতে কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হল:

১. ব্যাংকিং খাতের উন্নয়ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, শাখা খোলা ও পরিচালনার মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং খাতের বাস্তব উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তাবয়ন করে।

২. উৎপাদন খাতের উন্নয়ন: দেশের উৎপাদন খাত যেমন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে বিশেষায়িত ব্যাংক, প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দেশ দেয়।

৩. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উন্নয়নঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং তা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই দায়িত্ব সম্পন্ন করে থাকে।

ঙ) অন্যান্য কার্যাবলীঃ

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছেঃ প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ থেকে এবং বহির্বিশ্ব থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সরবরাহ করে;

দেশের অর্থ ও মূদ্রা বাজার উন্নয়ন এবং ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন গবেষণা কার্য সম্পদান করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিদর্শন করে জেনে নাও কী কী কাজ সম্পাদন করে এবং এ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই কওে নাও।

সারসংক্ষেপঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ বাজারের সংগঠক, অভিভাবক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তাই এর কার্যাবলী ও ব্যাপক। এর মধ্যে রয়েছে। (ক) সাধারণ কার্যাবলী, (খ) সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী (গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী (ঘ) উন্নয়নমূলখ কার্যাবলী এবং বিবিধ/অন্যান্য কার্যাবলী। এ কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১. ব্যাপক অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
   ক. ৫টি খ. ৪টি
   গ. ৩টি ঘ. ৭টি

২. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী?
   ক. তহবিল সংরক্ষণ খ. নোট ইস্যু করণ
   গ. গবেষণা পরিচালনা ঘ. ঋণদান ও তত্ত্বাবধান

৩. নিচের কোনটি সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?
   ক. তালিকাভুক্ত ব্যাংককে ঋণদান খ. সরকারি তহবিল ও সম্পদ সংরক্ষণ
   গ. দেশীয় ব্যাংককে ঋণদান ঘ. দেশের জনশক্তি উন্নয়ন।

৪. নিচের কোনটি অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ?
   ক. জনশক্তি উন্নয়ন খ. হিসাব নিরীক্ষণ
   গ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঘ. ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ

৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে ব্যাংকের আন্তঃ লেনদেন নিষ্পত্তি করে?
   ক. নিকাশ ঘরের মাধ্যমে খ. দু'টি ব্যাংকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে
   গ. আদালতের মাধ্যমে ঘ. পর্ষদের মাধ্যমে

পাঠ-১৩.৩ অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

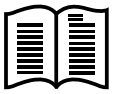

অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

পাঠ ১ এবং ২-এর আলোচনায়, আপনি নিশ্চয়ই বোঝতে পেয়েছেন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবদান অপরিসীম। প্রতিটি দেশের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকার জন্য বাধ্যতামূলক। তাই সরকার ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আদেশ ১২৭ নামে অধ্যাদেশের মাধ্যমে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকাস্থ আঞ্চলিক ডেপুটি গভর্নরের কার্যালয়ে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি মালিকানায় পরিচালিত এবং এর নির্বাহী প্রধানের নাম গভর্নর। যার স্বাক্ষর আমরা টাকার উপর দেখতে পাই।

নিচের কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

১) টাকা; ইস্যু করে

২) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা করে;

৩) সরকারের হিসাব পরিচালনা করে

৪) কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে সরকারের নীতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে;

৫) তালিকা ও অতালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ব্যাংকগুলো অনিয়ম করতে পারে না;

৬) অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সরবরাহ করে;

৭) দেশের বৈদেশিক মুদ্রা, হস্তান্তর, স্থানান্তরের দায়িত্ব পালন করে;

৮) বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ তার গবেষণামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

৯) পল্লী ঋণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত শ্রেণিকে অর্থনৈতিক মুক্তি প্রদান করে।

১০) বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন রকম আয়বর্ধক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

১১) বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের চেষ্টা করেন।

১২) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে।

১৩) বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এর মধ্যে রয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং প্রচলন, রিমিট্যান্স বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি। দেশের অর্থনীতি বড় হয়েছে সে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব ও বেড়েছে। দায়িত্ব বাড়ার সাথে সাথে ব্যাংকটি এর পেশাদারিত্ব ও বেড়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যবেক্ষণ করে দেখ যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কী কী ভূমিকা পালন করে এবং এ সম্পর্কে অর্জিত তুমি তোমার জ্ঞান যাচাই করে নাও।

সারসংক্ষেপঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবদান অনেক হলো: নোট ইস্যু করে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা করে, সরকারের হিসাব পরিচালনা করে, কৃষিঋণ ও শিল্পঋণ বিতরণে সরকারের নীতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কওে, দেশের অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দফতরসমূহকে সজাগ রাখে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা, হস্তান্তর, স্থানান্তরে বিশেষ ভূমিকা রাখে, পল্লী ঋণ প্রকল্পসমূহ এবং বিশেষ ঋণ প্রকল্পসমূহকে তদারকির মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত শ্রেণিকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়ার চেষ্টা কওে, বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন রকম কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কওে, বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের চেষ্টা করেন, এছাড়া সরকারের গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সরকারকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী পদের নাম কী?

ক. অর্থ সচিব
খ. গভর্নর
গ. নির্বাহী ট্রেজার
ঘ. অর্থ মন্ত্রি

২। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে কোনটি দূর করা সম্ভব?

ক. বেকারত্ব
খ. অভাব
গ. দারিদ্রতা
ঘ. সবগুলোই

৩। কীভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের চেষ্টা করে থাকে?

ক. তারল্য ব্যবস্থা করে
খ. বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে
গ. আমদানিতে সহায়তা করে
গ. রপ্তানিতে সহায়তা করে

৪। বাংলাদেশ ব্যাংক কোন ধরনের মালিকানায় পরিচালিত হয়?

ক. বিদেশি
খ. স্বায়ত্বশাসিত
গ. বেসরকারি
ঘ. সরকারি

৫। কীভাবে কেন্দ্রীয় কৃষি ঋণ ও শিল্প ঋণ বিতরণে সরকারের নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে?

ক. কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে
খ. শিল্প ব্যাংকের মাধ্যমে
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে
ঘ. কোনটিই না

পাঠ-১৩.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পর্ক

প্রথম পাঠে বলেছি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল অর্থনীতির হৃদপিন্ড অর্থাৎ অর্থের পাম্প হাউস। হৃদপিণ্ড ধমনী শিরার মাধ্যমে সারা দেশে রক্ত সঞ্চালন করে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ধমনী ও শিরার সাথে তুলনা করা যায়। অর্থনীতি বিশেষ করে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিচের সম্পর্ক বিদ্যমান:

১) বিধিবদ্ধ রিজার্ভ : বাণিজ্যিক ব্যাংক তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা ঋণ প্রদান করে। সুতরাং এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার।

২) নিকাশ ঘর : নিকাশ ঘরের (Clearing House) দায়িত্ব পালন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মধ্যস্ততার সম্পর্কে অবস্থান করছে।

৩) কার্যবিবরণী : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সপ্তাহে এবং মাসে তাদের কার্যের বিবরণী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা দেওয়া হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

৪) তথ্য সরবরাহকারী : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশ-বিদেশের অর্থবাজার, অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক-কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্ক আরও গভীর হয়।

৫) তারল্য : বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য (Liquidity) অবস্থা কাম্য অবস্থায় বিদ্যমান রাখার জন্য প্রয়োজন ঋণ নেয় আবার অতিরিক্ত অর্থ জমা রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভিভাবক (Guardian) হিসাবে কাজ করে। ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল (Lender of the last Resort) হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট সবচেয়ে আপনজন হিসাবে পরিচিত।

তাই এদের মধ্যকার সম্পর্ককে ব্যাংকার-মক্কেল সম্পর্ক বলে চিহ্নিত করা যায়। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো। তাহলো যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা হিসেবে কার্য সম্পাদন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যে সম্পর্ক বিদ্যমান: বিধিবদ্ধ রিজার্ভ, নিকাশ ঘর, কার্যবিবরণী, তথ্য সরবরাহকারী, তারল্য, অভিভাবক, শেষ আশ্রয়স্থল, সদস্যভুক্তির মাধ্যমে সুযোগ গ্রহণ, ব্যাংকার-মক্কেল সম্পর্ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল কোনটি?

ক. সোনালী ব্যাংক　　খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. জনতা ব্যাংক　　ঘ. অগ্রণী ব্যাংক

২। বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংগুলোর কী হিসবে কাজ করে?

ক. অভিভাবক　　খ. ট্রাস্টি
গ. ঋণ নিয়ন্ত্রক　　ঘ. কোনটিই না

৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ককে কী বলে?

ক. ব্যাংক-গ্রাহক　　খ. ডেটর-ক্রেডিটর
গ. মক্কেল-ব্যাংক　　ঘ. ব্যাংকার-মক্কেল

৪। আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কী হিসেবে গণ্য করা হয়?

ক. হিসাবরক্ষক　　খ. পরামর্শদাতা
গ. নিকাশঘর　　ঘ. মধ্যস্থতাকারী

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী?
২। নিকাশঘর কী?
৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্ক কী?
৪। সব ব্যাংকের ব্যাংকার কাকে বলে?
৫। কোন ব্যাংক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে?
৬। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা প্রধান হিসাবে কে কাজ করেন?
৭। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কোথায় বাধ্যতামূলক তহবিল জমা রাখে?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর।
৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান প্রধান কার্যাবলী সমূহ কী কী? ব্যাখ্যা কর।
৪। মুদ্রাবাজার সৃষ্ট ও উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)

১। জনাব কামাল একজন ব্যবসায়ী। আর্থিক লেনদেন পরিচালনার জন্য ব্যাংকে একটি হিসাব খোলার জন্যে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে যান।এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে তিনি তার ইচ্ছার কথা জানান। ব্যাংক কর্মকর্তা জনাব কামাল বলেন, "বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তক সম্পাদিত সাধারন ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে না।" জনাব কামাল এর কারণ জানতে চাইলে ব্যাংক কর্মকর্তা বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে আর

বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভূক্ত অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ। জনাব মিজান বিষয়টি বুঝতে পেরে ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী?

খ. মুদ্রার মান সংরক্ষন কোন ব্যাংকের কাজ? বর্ণনা কর।

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তক সম্পাদিত সাধারন কার্যাবলী সম্পাদন করে না। যৌক্তিক কারণগুরো ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ব্যাংক কর্মকর্তার মতে, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক"- বক্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দাও।

২। 'সোনলী ব্যাংক লিমিটেড' - এ কর্মরত জনাব ইসলাম সাহেব ঈদের জন্য ব্যাংক থেকে নতুন টাকার নোট তুলে আনলে তার ১০ বছরের মেয়ে সব টাকার নোটের উপর 'বাংলাদেশ ব্যাংক' - এর নাম লেখা কেন তা জানতে চায়।

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন ব্যাংকের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে?

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ হিসাবে কী জমা রাখে? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'সোনলী ব্যাংক লিমিটেড' কী ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সোনলী ব্যাংক লিমিটেড'-এর তারল্য সংকটে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' কী ভূমিকা রাখবে? আলোচনা কর।

৩। নারায়ণগঞ্জের সানারপাড়ে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক না থাকায় এলাকাবাসীরা আর্থিক লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ বিষয়ে প্রশাসনকে অবগত করলে সেখানে 'সোনলী ব্যাংক' ও 'জনতা ব্যাংক' এর দু'টি শাখা চালু করা হয় এবং এলাকাবাসী সকলেই উপকৃত হয়। কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'জনতা ব্যাংক' কে তার কার্যক্রম বন্ধের নোটিশ দেয়।

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিসের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পারস্পরিক লেনদেন নিষ্পত্তি করে?

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনটি স্থিতিশীল রাখে? ব্যাখ্যা কর।

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'জনতা ব্যাংক'-কে কেন বন্ধের নোটিশ দেয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নারায়ণগঞ্জের সানারপাড়ের মতো এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'সোনলী ব্যাংক' -কে কীভাবে কাজে লাগাতে পারে? আলোচনা কর।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১ :	১. গ	২. গ	৩. ক	৪. গ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২ :	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৩ :	১. খ	২. ক	৩. খ	৪. ঘ	৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৪ :	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	